

অ্যামেরিকান জনগণের প্রতি বার্তা

تقبله الله -آانওয়ার آال-آاؤلأأى شأهف



AHLUL HAQQ
publications

অ্যামেরিকান জনগণের প্রতি বার্তা

আশ-শাইখ আল-ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকী تقبله الله

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীহগণের প্রতি।

সালাম বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে।

অ্যামেরিকান জনগণের উদ্দেশ্যে আমি বলি:

তোমাদের কি সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে আছে, যখন অ্যামেরিকানরা নিরাপত্তা ও শান্তির বরকত উপভোগ করত, যখন “সন্ত্রাসবাদ” শব্দটি খুব কমই উচ্চারিত হত এবং যখন তোমরা কোন হুমকির ব্যাপারে ভাবতে না?

আমার সেই সময়ের কথা মনে আছে যখন তোমরা স্থানীয় বা কলেজের সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন অংশ থেকে বিমানের টিকেট কিনতে পারতে এবং তা ব্যবহার করতে পারতে, এমনকি যদি তা কোন ভিন্ন নামে ইস্যু করা থাকত তবুও; কেননা বিমানে ওঠার পূর্বে কেউই তোমাদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইত না। বিশাল বিশাল লাইনগুলো ছিল না, জটিল তল্লাশী ছিল না, শরীর স্ক্যান করা হত না, কুকুর দিয়ে শুঁকে তল্লাশী হত না, জুতা খুলতে হত না বা পকেট খালি করতে হত না।

তোমরা এক নিশ্চিত জাতি ছিলে।

তবে অ্যামেরিকা ভেবেছিল তারা নিজেদের কাজের কোন ফল ভোগ না করেই অন্যদের জীবনে হুমকির সৃষ্টি করে, তাদের হত্যা ও আক্রমণ করে, দখল ও লুট

করে এবং ষড়যন্ত্র করে পার পেয়ে যেতে পারবে। নাইন-ইলেভেন (হামলা) ছিল অ্যামেরিকান আত্মসনের শিকার সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের জবাব, আর এরপর থেকে অ্যামেরিকা আর নিরাপদে নেই।

এবং নাইন-ইলেভেনের নয় বছর পর, নয় বছর ধরে বহু অর্থ ব্যয় এবং নয় বছর ধরে নিরাপত্তা জোরদার করার পরও, তোমরা এখনও নিরাপদ নও, এমনকি তোমাদের নিকট সবচেয়ে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দিন ক্রিসমাস ডে-তেও। তাহলে তোমরা কি অন্যদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনের পরেও রেহাই পাওয়ার প্রত্যাশা কর? তোমাদের নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ, তদবিরকারী (লবিস্ট) ও বড় বড় কর্পোরেশনগুলোই কেবল তোমাদের পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা লাভবান হচ্ছে, আর তোমাদের (সাধারণ জনগণকে) এর মূল্য চোকাতে হচ্ছে।

নাইন-ইলেভেনের পর অ্যামেরিকান জনগণ জর্জ ডব্লিউ বুশকে মুজাহিদ্দীনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে একচেটিয়া সমর্থন প্রদান করে ও এই উদ্দেশ্য পূরণে যত খুশি ব্যয় করার জন্য তাকে এক ব্ল্যাঙ্ক检ক দিয়ে দেয়। আর এর ফলাফল কী? সে ব্যর্থ হয়েছে। এবং বেশ লাঞ্ছনা সহকারেই ব্যর্থ হয়েছে।

এখন যদি অ্যামেরিকা এর প্রেসিডেন্টকে সীমাহীন সমর্থন দিয়েও মুজাহিদ্দীনদের পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে সীমিত নিয়ন্ত্রণ রাখা ওবামা কীভাবে জয়ী হবে? অ্যামেরিকা যদি এর অর্থনৈতিক সামর্থ্যের শীর্ষে অবস্থানকালেও জয় লাভে ব্যর্থ

হয়, তবে আজ কীভাবে তারা জয়ী হবে, যখন কি-না এর অর্থনৈতিক মন্দা হাতের মুঠোয়?

সহজ উত্তর হলো: অ্যামেরিকা জিততে পারবে না এবং জিতবেও না। পাশার দান পালটে গেছে এবং বিশ্বব্যাপী জিহাদী আন্দোলনকে এখন আর পেছনে ফেরানো যাবে না। নাইন-ইলেভেনের প্রাক্কালে ছিল কেবল আফগানিস্তান। আজ এটি আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ‘ইরাক, সোমালিয়া, উত্তর আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপে বিস্তৃত এবং এ তালিকা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অ্যামেরিকান পরিবারগুলো আর কত লাশবাহী ব্যাগ গ্রহণে ইচ্ছুক?

যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগার আর কতদিন সামলাতে পারবে?

নাইন-ইলেভেন, আফগানিস্তান ও ‘ইরাক যুদ্ধ এবং অতঃপর আমাদের ভাই ‘উমার আল-ফারুক্কের মত অপারেশন যাতে মাত্র কয়েক হাজার ডলারের বেশি খরচ হয়নি, অথচ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগার থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নিষ্কাশন করেছে, কেবল (যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক) এর জনগণকে নিরাপত্তার মিথ্যে আশ্বাস দেওয়ার নিমিত্তে।

ক্ষয়ক্ষতির এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র আর কতদিন টিকে থাকতে পারবে?

ইসরায়েলকে সমর্থন করতে গিয়ে অ্যামেরিকান জনগণকে দুর্ভোগ ভোগ করানোতে কী ফায়দা আর আল-সাউদ পরিবার ও উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলোর খাতিরে অ্যামেরিকান জনগণের কষ্ট ভোগ করারই বা ফায়দা কী?

আমাদের ভাই ‘উমার ফারুক নাইন-ইলেভেনের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ৪০বিলিয়ন ডলারেরও অধিক ব্যয়ে নির্মিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন।

ওবামা এক স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অথচ সে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। তার প্রশাসন ভাই নিদাল হাসানের অভিযানকে কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্র সহিংস ঘটনা হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিল। অ্যামেরিকান জনগণের প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করতে তার প্রশাসন এই অভিযান সংক্রান্ত তথ্য ফাঁস করেনি। এখন অবধি প্রশাসন আমার ও নিদালের মধ্যকার ই-মেইলগুলো প্রকাশ করতে অস্বীকার করে যাচ্ছে।

আর আমাদের ভাই ‘উমার ফারুকের অভিযানের পরও প্রশাসনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য ছিল একইভাবে সত্যকে ঢাকার অপার আরেক প্রয়াস। তবে আল-কায়েদা অভিযানের দায় স্বীকার করে বিবৃতি জারির মাধ্যমে ওবামাকে বিশ্বকে আরও একবার প্রতারিত করা থেকে আটকে দিয়েছে।

তবে আমরা স্বচ্ছ এবং উন্মুক্তভাবে বিশ্বের কাছে আমাদের বার্তা ঘোষণা করছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো ইসলামের পুনর্জাগরণ, আমরা মুসলিম বিশ্বের ত্বওয়ান্নীত ও পরজীবী শাসকদের অপসারণ করতে চাই এবং তাদের স্থানে এমন মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যারা সঠিক ও ভুল এবং ভালো ও মন্দের পার্থক্য সম্পর্কে অবগত।

আমরা কুরআনের শাসন কায়েম করতে চাই এবং আল্লাহর বাণীকে অন্য সকল কিছুর ওপরে সর্বোচ্চ করতে চাই, এবং ইন শা আল্লাহ, আমরা আমাদের সমস্ত কিছু দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম করব এবং যারা আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের শেষ ব্যক্তি বেঁচে থাকা পর্যন্ত লড়াই করে যাব।

আমরা মুসলিমরা কোন বর্ণ বা জাতির প্রতি সহজাত শত্রুতা পোষণ করি না।

আমরা এজন্য অ্যামেরিকানদের বিরোধী নই যে, কেবল তারা অ্যামেরিকান। আমরা মন্দের বিরুদ্ধে, এবং অ্যামেরিকা সম্মিলিতভাবে একটি মন্দ জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা অ্যামেরিকা থেকে যা দেখি তা হলো দুটি মুসলিম দেশের ওপর আগ্রাসন, আমরা দেখি আবু গুরাইব, বাগদাদ এবং গুয়ান্টানামো বে। আমরা দেখি ক্রুজ মিসাইল এবং ক্লাস্টার বোমা এবং আমরা মাত্রই ইয়ামানে তেইশটি শিশু এবং সতেরো জন নারীর মৃত্যু দেখেছি।

এই ধরনের আগ্রাসনের মুখে আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না এবং আমরা প্রতিরোধ করব এবং অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করব।

আমার নিজের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে, আমি একুশ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছি। আমার বসতি ছিল অ্যামেরিকা। আমি ছিলাম অহিংস ইসলামী কর্মকাণ্ডে জড়িত একজন ইসলামের দাঈ (আহ্বানকারী)। তবে অ্যামেরিকার ‘ইরাক আক্রমণ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত আগ্রাসনের দরুন আমি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস ও মুসলিম হওয়া — উভয়ের মাঝে সমন্বয় করতে পারিনি এবং শেষাবধি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের মত আমার ওপরো অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয।

নিদাল হাসানকে আল-কায়েদা (উল্লেখ্য এটি তখনকার আল-কায়েদা যখন তা ছিল জিহাদের ভিত্তি। বর্তমানে আয়-যওয়াহিরীর ভ্রষ্টতা ও রিদাহর আল-কায়েদা নয়, যারা উসামাহ, আল-আওলাকীদের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে — অনুবাদক) রিক্রুট করেনি। বরং অ্যামেরিকার অপরাধই নিদাল হাসানকে রিক্রুট করেছে, আর অ্যামেরিকা তা স্বীকার করে না। অ্যামেরিকা এটি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায় যে এর পররাষ্ট্রনীতিই নিদাল হাসানের মত একজন ব্যক্তি, যিনি যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানে বেড়ে উঠেছেন, তাকে অ্যামেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে প্ররোচিত করেছে। আর অ্যামেরিকা যত বেশি অপরাধ করবে, তত বেশি মুজাহিদ্দীন এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে রিক্রুট হবে।

আমাদের ভাই ‘উমার ফারুক্কে’র অভিযান ছিল ইয়ামানে অ্যামেরিকান ক্রুয মিসাইল ও ক্লাস্টার বোমা হামলায় নিহত নারী ও শিশুদের হয়ে প্রতিশোধ।

এটা সত্য যে আমরা নিজেদের সাধারণ ও সীমিত উপায়-উপকরণ নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারের মুখোমুখি হচ্ছি, তবে বিজয় আমাদের পক্ষে। বিজয় আমাদের পক্ষে কারণ তোমাদের এবং আমাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আমরা একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করছি।

আমরা আল্লাহর জন্য লড়াই করছি, আর তোমরা পার্থিব স্বার্থে লড়াই করছ।

আমরা ইনসাফের জন্য লড়াই করছি, কারণ আমরা আমাদের নিজেদের এবং আমাদের পরিবারের রক্ষা করছি, আর তোমরা সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের জন্য লড়াই করছ।

আমরা সত্য ও ন্যায়ের হয়ে লড়াই করছি, আর তোমরা লড়াই করছ যুলুমের হয়ে।

তোমাদের আছে বি-ফিফটি টু, অ্যাপাচি, আব্রামস এবং ক্রুয মিসাইল, আর আমাদের আছে ছোট অস্ত্র এবং সাধারণ ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক ডিভাইস। কিন্তু আমাদের আছে এমন পুরুষ, যারা নিবেদিতপ্রাণ এবং আন্তরিক, সিংহের মতো হৃদয়ের অধিকারী, এবং “ধন্য তারা যারা নম্র, কারণ তারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।”

অ্যামেরিকানদের নিজেদেরকে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বন্ধ করে বরং বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের দেখা উচিত। তখনই তারা দেখতে পাবে

অ্যামেরিকার কুৎসিত রূপ। অ্যামেরিকাকে শুধু মুসলিমরাই ঘৃণা করে তা নয়, বরং বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং অ্যামেরিকার নিজের অধিবাসীদের মধ্যকার অনেকেও তাকে ঘৃণা করে।

অ্যামেরিকা হয়ত জেদ ধরে এ বিশ্বাস করতে পারে যে কয়েক মিলিয়ন মুসলিমের শত্রুতা তাদের সত্যিই ক্ষতি করবে না। তারা বলবে, “আমাদের কাছে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং আছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি।”

তবে তোমাদের কি মনে হয় না যে এমন বিশ্বাস খানিকটা সেকেলে?

তোমাদের কি মনে হয় না যে এধরনের চিন্তাধারা বর্তমান অপেক্ষা বরং নাইন-ইলেভেন পরবর্তীতে অ্যামেরিকাতে ছড়িয়ে পড়া দেশপ্রেমের দিনগুলোর জন্য অধিক উপযুক্ত ছিল, যেখানে (বর্তমান সময়ে) অ্যামেরিকান সেনাবাহিনী তার অক্ষমতা স্বীকার করেছে এবং অ্যামেরিকান অর্থনীতি তীব্র পরিচর্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে?

তবে সাম্রাজ্যবাদী অহংকার অ্যামেরিকাকে তার নিয়তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা হলো এক ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ, এক অবিরাম রক্তক্ষরণ যা যুক্তরাষ্ট্রের পতন এবং বিভাজনের মাধ্যমে শেষ হবে।

যদি জর্জ ডব্লিউ বুশকে এমন রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্মরণ করা হয় যে কি-না অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তান ও ‘ইরাকে আটকে দিয়েছিল, তবে মনে হচ্ছে

ওবামা অ্যামেরিকাকে ইয়ামানে আটকে দেওয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্মরণীয় হতে চায়।

ওবামা ইতিমধ্যে আবিয়ান ও শাবওয়াহতে বিমান হামলার মাধ্যমে ইয়ামানে তার যুদ্ধ শুরু করেছে। এমনটি করে সে ইয়ামানে মুজাহিদ্দীনদের পক্ষেই বরং প্রচারণার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং তাদের জন্য যা কয়েক বছরের কাজ তা মাত্র কয়েক দিনেই সম্পন্ন করে দিয়েছে।

ইয়ামানে মুজাহিদ্দীনদের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হয়েছে, আর অ্যামেরিকায় ওবামার জনপ্রিয়তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। ইয়ামানের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আমলা ও কতিপয় গোত্রপতি, যারা নিজেদের তোমাদের মিত্র দাবি করে, এইদিনগুলোতে মজা করছে।

তাদের মধ্যে যে কথাটি চাউড় হচ্ছে তা হলো, এখনই সময় সহজে প্রতারণিত হওয়া অ্যামেরিকানদের কাছ থেকে আখের গুছিয়ে নেওয়ার। তোমাদের রাজনীতিবিদ, সামরিক এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার দোহন করা হচ্ছে।

ইয়ামানের সরকারি আমলারা তোমাদের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং বড় বড় বিল হস্তান্তর করছে: ইয়ামানি রাজনীতিবিদদের জগতে স্বাগতম!

আমি তোমাদের কাছে আমার বার্তা শেষ করতে চাই ইসলামের প্রতি আহ্বান দিয়ে। আমরা সকলেই এই পৃথিবীতে আল্লাহর ‘ইবাদাত করার জন্য সৃষ্ট হয়েছি

এবং মৃত্যুর পর চিরকালের জন্য হয় জান্নাত, নয় তো জাহান্নাম। তাই এটি হালকাভাবে নেওয়ার বিষয় নয়। এর সাথে জড়িত তোমাদের ভবিষ্যৎ। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব, আল-কুরআন পড়ার জন্য আহ্বান করছি। এজন্য তোমাদের কারও কথার ওপর ভরসা করতে হবে না। বরং নিজেই সিদ্ধান্ত নাও এটি সত্য কি-না!

অ্যামেরিকার মুসলিমদের প্রতি আমার এই বলার আছে: আপনাদের বিবেক কীভাবে আপনাদেরকে সেই জাতির সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বসবাস করতে দেয়, যে জাতি আপনাদের ভাই-বোনদের ওপর সীমালঙ্ঘন ও অপরাধের জন্য দায়ী? আপনারা কীভাবে এমন এক সরকারের প্রতি আনুগত্য করতে পারেন যে কি-না ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে?

অ্যামেরিকার মুসলিম সম্প্রদায় মৌলিক ইসলামী নীতিগুলোর ক্রমশ ক্ষয় এবং পতনের সাক্ষী হয়েছে। আজ, আপনাদের অনেক ‘আলিম ও ইসলামী সংগঠন প্রকাশ্যে মুসলিমদের মুসলিমদের হত্যা করার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগদান, মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য এফবিআই-এ যোগদান এবং আপনাদের ও আপনাদের জিহাদের দায়িত্বের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর অনুমোদন দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আপনাদের পরিস্থিতি গ্রানাডার পতনের পর স্পেনের বিপদগ্রস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো হয়ে উঠছে। পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিমরা, সতর্ক হোন এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন: আপনাদের দিগন্তে দুর্বোলের কালো মেঘ জমা হচ্ছে। গতকাল অ্যামেরিকা ছিল দাসত্ব,

বর্ণবিভেদ, লিঞ্চিং এবং কু ক্লাক্স ক্ল্যানের দেশ। আর আগামীকাল এটি হবে ধর্মীয় বৈষম্য এবং কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের দেশ।

এমন একটি সরকারের নিকট থেকে আপনাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতারণিত হবেন না, যে সরকার বর্তমানেই আপনাদের ভাই-বোনদের হত্যা করছে। আজ, মুসলিম এবং পশ্চিমের মধ্যে যুদ্ধ তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে আপনারা কোন নাগরিক গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের সংহতির বার্তা বা কোন সদয় প্রতিবেশী বা ভালো সহকর্মীর সমর্থনের কথাও ওপর ভরসা করতে পারেন না। পশ্চিম অবশেষে তার মুসলিম নাগরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে!

পরিশেষে, আমি কামনা করি যে আল্লাহ আমাদের সত্যের পথে পরিচালিত করুন এবং সরল পথে অটল থাকার শক্তি দান করুন; এবং তাঁর রসূল, তাঁর (রসূলের) পরিবার এবং সাহাবীহগণের ওপর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

সালাম বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে।